বাংলা সারাংশ

Indigenous People's Planning Framework (IPPF)

The summary of IPPF is prepared by Palli Karma Sahayak Foundation (PKSF) for Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL) Project, which is submitted by PKSF for funding to Green Climate Fund (GCF)
[In Bengali]

ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীদের সনাক্তকরণ, তাদের ওপর প্রকল্পের প্রভাব, জলবায়ু প্রশমন সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে উপযুক্ত সময়ে তাঁদের সম্পৃক্তকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রকল্পে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীদের অংশগ্রহণের প্রস্তুতির জন্য পিকেএসএফ আদিবাসী বা ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী জনগণের পরিকল্পনা কাঠামো (আইপিপিএফ) তৈরি করেছে। 'আইপিপিএফ' 'গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)'-এর আদিবাসী জনগণ নীতি ২০১৮ এবং পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে। 'আইপিপিএফ' বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। যদিও বাংলাদেশের সরকারি নথিতে 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়না। বাংলাদেশে 'উপজাতি' এবং 'ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী' শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। যাইহোক, পিকেএসএফ উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ লোকদের সহায়তার জন্য জিসিএফ-এর নিকট পিকেএসএফ একটি প্রকল্প জমা দিয়েছে। প্রকল্পের প্রাথমিক লক্ষ্য হল, জলবায়ু-পরিবর্তনের কারনে ঝুঁকিতে থাকা উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জলবায়ু-সহিষ্ণু জীবিকায়ন এবং টেকসই আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। এ লক্ষ্য পূরণে নিম্নলিখিত ফলাফলগুলো অর্জন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ক) চরম আবহাওয়াজনিত দূর্যোগ থেকে সম্পদ ও প্রাণহানির ঝুঁকি হ্রাস করা

খ) সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঝড়-বৃষ্টি এবং অতিরিক্ত লবণাক্ততার বিপরীতে জীবিকা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং

গ) কমিউনিটি এবং স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে সামর্থ্য উন্নত করা।

প্রকল্পটি জলবায়ু সহনশীল আবাসন নির্মাণে অর্থায়ন করবে। এ প্রকল্পের আওতায় মাঁচাতে ছাগল ও ভেড়া লালন-পালন, কাঁকড়া হ্যাচারি স্থাপন, কাঁকড়া চাষ, বসতবাড়ির উঁচু করা ভূমিতে সবজি ও ফলের চাষ, বাড়ীর চারপাশে ম্যানগ্রোভ বাগান ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উল্লেখ্য, 'এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক-এর অধীন প্রকল্পটি 'বি' হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া, এটা অনুমান করা হচ্ছে যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পের কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতিতে ন্যূনতম ঋণাত্মক প্রভাব পড়বে। উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত প্রকল্পের কর্ম এলাকার সাতটি জেলার মধ্যে পটুয়াখালী, বরগুনা এবং কক্সবাজার জেলায় শুধুমাত্র

রাখাইন সম্প্রদায় ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী বসবাস করে। তারা বেশিরভাগই শহর কেন্দ্রিক কৃষি বহির্ভুত ব্যবসা এবং ঐতিহ্যগত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। প্রস্তাবিত প্রকল্পের যে কোন কর্মকাণ্ডে তাদের যোগদানের সম্ভাবনা খুবই কম। প্রকল্প এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে মাত্র ২৬,০৪৭ জন 'ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী' বসবাস করে। যা বাংলাদেশের মোট 'ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী' জনসংখ্যার মাত্র ০.১৯%।

প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত 'ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী' সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো ব্যবস্থাপনা করার জন্য এই 'আইপিপিএফ' প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ড এমনিভাবে ডিজাইন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা করা হয়েছে। যাতে উক্ত এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত জনগোষ্ঠীর জাতিগত পরিচয়, মর্যাদা, মানবাধিকার, জীবিকায়ন ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতার প্রতি পূর্ণ সম্মান বজায় রাখা হয়। 'জিসিএফ' এবং 'পিকেএসএফ'-এর নীতির সাথে সংগতি রেখে 'আইপিপিএফ'-এর উদ্দেশ্য ও নীতি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। উক্ত ফ্রেমওয়ার্ক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জাতীয় নীতির সাথে উক্ত ফ্রেমওয়ার্ক-এর যোগসূত্র রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ জনসংখ্যা এবং গৃহশুমারি ২০২২ অনুপাতে বাংলাদেশে ৫২ 'ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী'র মোট জনসংখ্যা ১.৩০৯ মিলিয়ন। যাদের ৪৯.৯৮ শতাংশ পুরুষ এবং ৫০.০২ শতাংশ নারী। তাদের অধিকাংশ পার্বত্য জেলা রাঙামাটি (৩,৭২,৮৬৪ জন), খাগড়াছড়ি (৩,৪৯,৯৭৮ জন) এবং বান্দরবান (১,৯৭,৯৭৫ জন) বসবাস করে। বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, সিলেট এবং খুলনা জেলাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাতেও 'ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী' উপস্থিতি রয়েছে। যে সকল জেলায় বেশি 'ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী' রয়েছে– সে সকল জেলা প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার বাইরে। যাইহোক, প্রস্তাবিত কর্মএলাকায় বসবাসরত রাখাইন সম্প্রদায়ের প্রধান আয়ের উৎস কাঠবিহীন বনজ সম্পদ আহরণ, মাছ ধরা এবং বুননসহ ঐতিহ্যবাহী কৃষি কাজ।

'আইপিপিএফ'-এ একটি 'যাচাই ফরম' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে– যার মাধ্যমে 'ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী'র উপস্থিতি নিশ্চিতে ব্যবহৃত হবে। এ 'যাচাই ফরম'-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রস্তাবিত প্রকল্পের যে কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত হলে একটি সম্পূর্ণ 'সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ' করা হবে। প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ড তাঁদের জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতির ওপর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয় ধরনের বিরূপ প্রভাব বিশ্লেষণ করা হবে। যদি কোন নেতিবাচক প্রভাব চিহ্নিত হয়, তা প্রশমনের উপযুক্ত কৌশল সনাক্ত করা হবে। তাছাড়া, একটি পরিপূর্ণ 'পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন' এর ধারণাও এ ফ্রেমওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা জেন্ডার সংবেদনশীল এবং তাঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। এ ফ্রেমওয়ার্ক উপযুক্ত সময়ে তাঁদের জন্য উপযুক্ত স্থানে ও বোধগম্য ভাষার প্রকাশ করা হবে। এ ফ্রেমওয়ার্ক 'অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া'কেও সমর্থন করে। তাছাড়া, এ ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় গৃহীত সকল কর্মকাণ্ডের বিষয়ে ষান্মাসিক রিপোর্টিং-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।